মেহেরপুর জেলার ৫ রোভারের ২৭তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও আজ পালন করা হচ্ছে শোকাবহ দিবস। ২৩ শে অক্টোবর মেহেরপুর সহ বাংলাদেশের রোভার স্কাউট সদস্যদের কাছে একটি শোকাবহ দিন । এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা সমগ্র বাংলাদেশের রোভারদের জন্য শোকাবহ হয়ে ওঠে।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তৎকালীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শরীর চর্চা শিক্ষক ও রোভার লিডার রমজান আলী, মুজিবনগর কলেজের রোভার ইউনিট লিডার আনোয়ার স্যারসহ অনেকেই আহত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুতর আহত হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রোভার ফারুক হোসেন।

ঘটনাস্থলে নিহত হন রোভার মোঃ মাসুম হোসেন, রোভার মোঃ মনিরুল ইসলাম, রোভার মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, রোভার জাভেদ ওসমান, পিএস ও রোভার এস এম আমিনুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা রোভারের পক্ষ থেকে এই দিবসে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করা হয়েছে। সকল ৭ টায় পৌর কবরস্থানে শহীদ পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়। সকাল ৭.৩০ টায় কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে অবস্থিত শহীদ রোভারদের স্বরণে স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়। এছাড়া বাদ আসর সরকারী কলেজ জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মসুচীতে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের সহ-সভাপতি নুরুল আহমেদ, সম্পাদক ফররুখ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ রফিকুল আলম বকুল, যুন্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সহকারী কমিশনার জাহির হোসেন চঞ্চল, গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের ইউনিট লিডার আসাদুজ্জামান, সেই সময়ের সবচেয়ে আহত রেভার ফারুক হোসেন, খুলনা বিভাগীয় রোভার মেট প্রতিনিধি অনিক ইসলাম, শহীদ রোভার মনিরুলের পিতা শহিদুল ইসলাম, শহীদ রোভার মাসুমের ভগ্নিপতি লিটন,শহীদ রোভার জাভেদ ওসমানের ভাই রাসেদ ওসমানসহ শহীদ পরিবারের সদস্য ও জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রোভাররা উপস্থিত ছিলেন।

আহত রোভার ফারুক হোসেন বলেন, বাংলাদেশ রোভার অঞ্চলের সম্মানিত স্যাররা সবসময় আমার সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আমার পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে

লেখাপড়া সম্পন্ন করেছি। তিনি আরও বলেন, স্কাউটস আমার প্রাণ, আমার বাঁচার অনুপ্রেরণা। ফারুক হোসেন বর্তমানে কাব শাখায় এএলটু সম্পন্নকারী।

এ দিবসে জেলা রোভারের সম্পাদক ও ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফররুখ আহমদ বলেন, ১৯৯৭ সালের ২৩ অক্টোবর সপ্তম এশিয়া প্যাসিফিকে যাওয়া মৃত্যু দিবসে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং সেই সাথে বিপির যে আদর্শ “পৃথিবীকে যেমন পেয়েছো তার চাইতে সুন্দর করে রেখে যেতে চেষ্টা করবে” সেই প্রত্যয়কে বুকে ধারণ করে আজকের যুবসমাজ দেশকে আগামীর পথে এগিয়ে নেবে। তিনি জানান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর রোভার অঞ্চল সবসময় শহীদ রোভার পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকবে।

মেহেরপুর জেলা রোভারের সহসভাপতি নুরুল আহমেদ বলেন, ২৩ শে অক্টোবর মেহেরপুর তথা রোভার স্কাউটসদের জন্য অত্যন্ত শোকাবহ দিন। প্রতিবছর এই দিন আসলে স্বরণ করিয়ে দেয় মেহেরপুর জেলার পাঁচজন শহীদ রোভারের নাম যারা ১৯৯৭ সালের এই দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিল। আজ যদি রোভার সদস্যরা বেঁচে থাকতো তবে দেশের কল্যাণে তারা কাজ করতো। তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত রোভার সদস্যদের জন্য দোয়া ও তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে সাড়ে ৩১ হাজার কিশোরী পাবে এইচপিভি টিকা

জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে মেহেরপুরে সাড়ে ৩১ হাজার জনের বেশি কিশোরীকে বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা দেওয়া হবে। মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে মাসব্যাপী এ বিশেষ টিকা কার্যক্রম চলবে।

এ উপলক্ষে আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকাল ১০ টার সময় সিভিল সার্জন হল রুমে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন ডাক্তার মহী উদ্দিন আহম্মেদ গণমাধ্যম কর্মীদের এ তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে এইচপিভি ক্যাম্পেইন বিষয়ে সার্বিক কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক। এসময় এই কর্মসূচির তত্বাবধায়ক ডাক্তার খোন্দকার ইমরান হাসিব উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ৬ হাজার ৬৯৬ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যায়ণরত ৬ হাজার ২৪৬ জন, সপ্তম শ্রেণির ৬ হাজার ৩৩৮ জন, অষ্টম শ্রেণির ৬ হাজার ১১১ জন, নবম শ্রেণির ৫ হাজার ৯৩৯ জন, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ৪১ ছাত্রীকে টিকা প্রদান করা হবে।

এছাড়াও ৭ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ২০২ জন কিশোরীদের টিকা প্রদান করা হবে।

মেহেরপুরে এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচী উপলক্ষে কর্মশালা ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরে এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচী ২০২৪ উপলক্ষে কর্মশালা ও পরিকল্পনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৪ অক্টোবর) সকাল দশটার সময় মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও জেলা মডেল মসজিদ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচী ২০২৪ উপলক্ষে কর্মশালা ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ মহী উদ্দিন আহমেদ, জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও

মেডিকেল অফিসার ডাঃ ইনজামুল হক।

ইসলামী ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আমানুল্লাহার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফিল্ড অফিসার ওবাইদুর রহমান।

এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান, গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম জাহিদুর রহমান।

কর্মশালা ও পরিকল্পনা সভায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।

পরে মেহেরপুর জেলা এইচপিভি ক্যাম্পেইন ঠিকাদান কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিও এ কর্মশালা ৪০ জন অংশগ্রহণ করে

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশী পিস্তলসহ ৩ জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ইটালি তৈরী একটি অত্যাধুনিক ম্যাগজিন ও পিস্তলসহ ৩ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর অবস্থানরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টিম।

আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় জনৈক বাবলুর বাড়ি পাশ থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়।
আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে আওয়ামীলীগ সমর্থক কাঠমিস্ত্রি সাইফুল ইসলাম(৩২), দারিয়াপুর গ্রামের কাওসার আলীর ছেলে পেশাদার চোর এনামুল হক (৩৫) এবং একই গ্রামের মিন্টু আলীর ছেলে বিএনপি সমর্থক সাইফুল ইসলাম (৩২)।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর জাহিনের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ এই তিনজনকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, দারিয়াপুর গ্রামের আটক এনামুল হকের বিরুদ্ধে চুরিসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। সে এর আগেও এলাকায় কয়েকটি দোকানে চুরি করে ধরা পড়েছিল। এনিয়ে তার বিরুদ্ধে একাধিকবার শালিস বৈঠক ও জরিমানা করা হয়েছে।

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গেলোরাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর জাহিনের নেতৃত্বে একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার জতারপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম, একই উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের এনামুল হক ও অপর সাইফুল ইসলামকে আটক করে। তাদের আটকের জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে অস্ত্রের কথা স্বীকার করেন। তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শহরের স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার ঝটকার ছেলে বাবলুর বাড়ির পাশ থেকে ইটালি তৈরি ম্যাগাজিনসহ একটি অত্যাধুনিক পিস্তল উদ্ধার করেন।

এঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে গ্রাম আদালত প্রকল্পের অগ্রবর্তী পরিদর্শন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গ্রাম আদালত প্রকল্পের অগ্রবর্তী পরিদর্শন করেছেন জাতীয় প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর বিভাস চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব সহকারী ও অন্যান্য মেম্বারদের সাথে গ্রাম আদালত এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এবং মামলার লতি পর্যবেক্ষণ, একলাস পরিদর্শন করেন।

এ সময় গ্রাম আদালতের সেবা পেয়েছে এমন উপকার ভোগীদের সাক্ষাৎকার

গ্রহণ করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর শংকর পাল, গ্রাম আদালত ইউএনডিপির প্রজেক্ট এনালিস্ট শরিফা পারভীন, গ্রাম আদালত বাস্তবায়ন কমিটির জেলা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা সমন্বয়কারী শাকিলুজ্জামান, প্রকল্প সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম।

পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের সাথে গ্রাম আদালতের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মুজিবনগরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উঠান বৈঠকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহেনাজ।

উঠান বৈঠকে উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন, আপনাদের সন্তানদের দেখে শুনে রাখবেন বর্তমান সমাজে অনলাইন জুয়া, মাদক এবং বাল্যবিবাহে বিস্তার ঘটছে এগুলো থেকে আপনি দূরে থাকবেন আপনার সন্তানকেও থেকে দূরে রাখবেন। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে আপনাদের সন্তানদের মোটর বাইক কিনে দিবেন না কারণ মোটরবাইকে দুর্ঘটনা ঘটলে আপনার সন্তানদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এমনকি আপনি আপনার সন্তানকেও হারাতে পারেন তাই তাদেরকে বোঝাবেন এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন তারা যেন মাদকাসক্ত না হয়ে পড়ে এবং অনলাইন জুয়ায় যেন জড়িয়ে না পড়ে।

সময় উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক আলমগীর কবির, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার মুছারুউদ্দিন সহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং একটি বাড়ি একটি খামারের সদস্যাবৃন্দ।

মুজিবনগরে তারানগর গ্রাম বিএনপির আয়োজনে দোয়া ও আলোচনা সভায়

তিনি বিএনপি’র নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন,ছাত্রজনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলার আশীর্বাদ স্বরূপ আমরা ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে একটি নতুন দেশ পেয়েছি। এই দেশ গঠনে পুলিশ বিজিবি, র্যাব, সেনাবাহিনী এবং সিভিল প্রশাসনের পাশে থেকে দেশ গঠনে তাদের সহযোগিতা করে যেতে হবে।

দুর্নীতিবাজ খুনি শেখ হাসিনার আওয়ামী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, গুম খুন হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে আরও শক্তিশালী হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। বিগত ১৭ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশের মানুষের কোন বাক স্বাধীনতা ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারত না। বিগত বছর গুলোতে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের নেতারা কি ছিল জনগনের হক মেরে আজ তারা কোটি টাকার মালিক। আমি সেইসকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বলতে চাই আপনারা বিগত ১৬টি বছরে যে সকল অপকর্ম , দুর্নীতি করে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, সেই সকল অপকর্ম, দুর্নীতির প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাই আপনারা চুপ থাকুন বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না।

আপনারা বিল খেয়েছেন পুকুর খেয়েছেন ভিজিএফ এর চাল খেয়েছেন বিধবা ভাতা দেওয়ার নাম করে টাকা খেয়েছেন টিসিবির চাল খেয়েছেন সব আমাদের জানা এগুলা এখন দরিদ্র অসহায় মানুষ আছে যারা তারা খাবেন কোনরকম

হস্তক্ষেপ করবেন না যদি ভালো থাকতে চান গরিব অসহায় মানুষের কোন হক মেরে খাওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনাদের পালিয়ে যাওয়া নেত্রী শেখ হাসিনা ফিরে আসবে আওয়ামীলীগ আবার ক্ষমতায় আসবে এই দিবস স্বপ্ন দেখবেন না।
আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর বিএনপির আয়োজনে,
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

উক্ত দোয়া মাহফিলে বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

যুবনেতা আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন,মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর প্রমুখ।

এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং জুলাই আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মহিলাসহ দুইজনকে পিটিয়ে জখম, থানায় মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে রোজিনা খাতুন ও মনিরুল ইসলাম নামের দুজনকে বেধড়ক মারপিট করার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর রাতে রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় আসামি করা হয়েছে, আমঝুপি উত্তরপাড়ার আব্দুল লতিফ, তার ছেলে মেহেদী হাসান ও আমির হাসান হিমেলকে। মামলায় অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী রোজিনা খাতুন এজাহারে উল্লেখ করেন, আসামিদের সাথে জমিজমার বিষয় নিয়ে পূর্ব হইতে বিরোধ চলে আসছে। আসামিরা প্রতিনিয়ত তাদের বিভিন্নভাবে হেও প্রতিপন্নসহ খুন-জখমের হুমকি প্রদান করিয়া আসিতেছে। জমিজমা সংক্রান্তে আসামিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত ১৪৫ ধারা জারি করিয়া স্ব-স্বস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। আসামিরা আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর দুপুরের দিকে তাদের ভাড়াকরা গুন্ডা বাহিনী নিয়ে বাদীর দখলীয় জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে জোর পূর্বক বাড়ী নির্মাণ করতে যায়। এসময় বাদী বাধা প্রদান করলে আসামিরা একত্রে বাদীকে উদ্দেশ্যে করিয়া বিভিন্ন রকম খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। বাদী আসামিদেরকে গালিগালাজ করিতে নিষেধ করলে আসামি মেহেদী হাসান মারতে হুকুম দিলে আসামি আমির হাসান দৌড়ে এসে আমাকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারতে থাকে এবং আমার মাথার চুল চেপে ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে নিয়ে বেড়ায় ও আমার পরনের কাপড়-চোপড় বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানী করে। তখন আমার চিৎকারে আমার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল আমাকে উদ্ধার করতে যায়।

এসময় আসামি আমির হাসান হিমেল ও আব্দুল লতিফ বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করিয়া শরীরের বিভিন্নস্থোনে আঘাত করে জখম করে। ওই আঘাতের ফলে আমি মাটিতে পড়ে গেলে আসামী মেহেদী হাসান তার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথা বরাবর আঘাত করতে গেলে আমি আমার মাথা সরিয়ে নিলে আমার ডান চোখের উপরে লেগে আমার

চোখ অন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে আসামিরা পালিয়ে যায় এবং আমাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে।

প্রতিষ্ঠানগুলোতেই পৌনে দুই কোটি টাকা কর পাওনা মেহেরপুর পৌরসভার

মেহেরপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের অধীনে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত পৌর কর পাওনা রয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭টাকা। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও পৌরসভার কর পাওনা রয়েছে কয়েক কোটি টাকা। পাওনা টাকার পরিমান বেড়ে যাওয়ায় পৌরসভায় কর্মরত স্টাফদের বেতন ও পৌরসভার খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। অভিযোগ রয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশে পৌরসভাকে কর দেননি অনেক প্রতিষ্ঠান।

মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে বর্তমান চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কর দিচ্ছেন না। বিভিন্ন সময় কর চাইতে গেলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার মত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও তোয়াক্কা করতেন না। সরকার পালাবদলের পর পৌর পরিষদ অপসারণ করা হলে স্থানীয় সরকার পরিচালককে (ডিডি এলজি) কে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ১ কোটি ৪৮ লাখ ৪ হাজার ৯৫৬ টাকা আদায় করেছে গত ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত এখনো পাওনা রয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭ টাকা।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, ৯টি ওয়ার্ডের অধীনে সরকারি বেসরকারি মিলে ৯৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো থেকে পৌর কর পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে রয়েছে ১৬টি প্রতিষ্ঠান। বকেয়াসহ চলতি অর্থবছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পাওনা রয়েছে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা। এর মধ্যে সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার

কার্যালয়ে নিকট পাওনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৩ লাখ ৯ হাজার ৬৮৪ টাকা, চলতি অর্থ বছরে পাওনা ৭৯ হাজার ৪২১ টাকা। উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া ১ লাখ ২৫ হাজার ৭২৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরে পাওনা ১ লাখ ৪৪ হাজার ২৩০ টাকা। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ইরেসপো) কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ১ লাখ ২২ হাজার ১৮৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরের পাওনা ১ লাখ ৪০ হাজার ৬৯০ টাকা।

বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া ৭২ হাজার ৩৮৮ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরে পাওনা ৭২ হাজার ৩৮৮ টাকা। ১ নম্বর ওয়ার্ডে পৌরসভার মোট পাওনা চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা। ২ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩টি। বকেয়াসহ এ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট পাওনা রয়েছে ৮ লাখ ৩৮ হাজার ২৮৪ টাকা। শুধুমাত্র সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৫ লাখ ৪৮ হাজার ৫১৫ টাকা।
৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩টি। কোন বকেয়া না থাকলেও চলতি অর্থ বছরে শুধু পুলিশ সুপার সার্কেল অফিস থেকে পাওনা রয়েছে ৩৯ হাজার ৫০৫ টাকা। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে দুটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও কোন বকেয়া অথবা পাওনা নেই।
৫ নম্বও ওয়র্ডেও অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১৪টি। এ ওয়ার্ডেও প্রতিষ্ঠাগুলোর নিকট বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১৯ লাখ ৫৩ হাজার ৭৩৭ টাকা। এর মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয় বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৭ হাজার টাকা। ছাগল ফার্ম থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৩ লাখ ২৫ হাজার ১৩০ টাকা। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কার্যালয় থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১০ লাখ ৮ হাজার ৫৮০ টাকা। কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বকেয়া ছিল ৩৫ লাখ ৭৯ হাজার ৫৪০ টাকা যা ইতোমধ্যে পরিশোধ েকেরছে প্রতিষ্ঠানটি।
৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১০টি। বকেয়সাসহ পাওনা রয়েছে ১০ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪১ টাকা। এর মধ্যে বড়বাজারে অবস্থিত মেহেরপুর সরকারি কলেজের দোকান ঘর থেকে বকেয়াসহ ১ লাখ ৮ হাজার ২৩৪টাকা।
৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১১টি। প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বকেয়াসহ চলতি অর্থ বছরে পাওনা রয়েছে ২২ লাখ ৭৩ হাজার ৬৫৮ টাকা। এর মধ্যে পুলিশ লাইন থেকে বকেয়াসহ ৫ লাখ ৫০ হাজার ৮৪৭ টাকা পাওনা রয়েছে।
৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে অফিস রয়েছে ২১টি। এর মধ্যে গণপূর্ত

বিভাগের তিনটি ভবন থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৫লাখ ৭৩ হাজার ৮৬০ টাকা, মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ২৮ লাখ ৯৮ হাজার ৩১০ টাকা, জেলা বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি থেকৈ বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৮০৪ টাকা, এসি ল্যাণ্ড অফিস থেকে ২০১৫-১৬ অথ বছর থেকে এ পর্যন্ত বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৩ লাখ ২৭ হাজার ৬৪০ টাকা, পৌর তহশিল অফিসের ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে এ পর্যন্ত বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৯৭৭ টাকা, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১০ লাখ ৫১ হাজার ৩৭০ টাকা, জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১০ হাজার টাকা।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে অফিস রয়েছে ১৫টি। এর মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ২ লাখ ৮৯ হাজার ৫৫২ টাকা, জেলা পরিষদের দুটি ভবন থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১৪ লাখ ৮৯ হাজার ৪৬০ টাকা।

এর মধ্যে সম্প্রতি কর পরিশোধ করেছেন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আরিফুর রহমান জানান, এর আগে যে পরিমাণ কর ছিলো তা হেড অফিসের অনুমোদন ছিলো। পরবর্তিতে পৌর কর বেড়ে যাওয়ায় হেড অফিসের অনুমোদন পেতে সময় লাগে। যে কারণে বকেয়া তৈরি হয়েছিলো। তবে বর্তমান প্রশাসক মহোদয়ের আহবানে আমরা ৩৫ লাখ টাকারও বেশি কর পরিশোধ করেছি।

তবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে পৌর কর কেন দেওয়া হয়নি তার সদুত্তর না দিয়ে বলেন বুঝে নেন।

মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মো: শামিম হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানসহ সেবাগ্রহিতারা যদি নিয়মিত কর পরিশোধ না করেন তবে পৌরসভার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যাবে। যেখানে প্রতিমাসে স্টাফ বেতনসহ বিভিন্ন খরচ রয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে “এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম ২০২৪” সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২২অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা তথ্য অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, মাঝিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুৎ ছবি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী মৌসুফা ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে “এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম ২০২৪” সম্পর্কে অবহিতকরণ সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।